সমকাল

তারিখ ... 19 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

সিপিডির বাজেট সংলাপে বিশিষ্টজন

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বরাদ্দ বাড়াতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাজেটে সামগ্রিকভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে উদ্যোগ কম। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। বরং অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের আগ্রহ বেশি। এতে উৎপাদনশীলতা কমছে। সরকার জনতুষ্টির জন্য অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এসব খাতে কম গুরুত্ব দিচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কম বরাদ্দ থাকায় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হবে। সময়মতো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না বাংলাদেশ।

সিপিডির বাজেট সংলাপে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ■ সমকাল

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাজেট সংলাপ-২০১৭' এর আলোচকরা এমন মত দিয়েছেন। যদিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সরকারের প্রতিনিধি পরিকল্পনামন্ত্রী, অর্থ প্রতিমন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান আলোচকদের এ মতামতকে অস্বীকার করেছেন। গতকাল শনিবার রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে অনুষ্ঠিত সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

আলোচনার শুরুতে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন সংস্থার পক্ষ থেকে একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ বিল, ইন্টারনেট সার্ভিস, দামি রেস্টুরেন্টের খাবার, স্থানীয় ব্র্যান্ডেড পোশাক-পরিচ্ছদ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ বিভিন্ন খাতে ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে সাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে। ফলে আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার পরিকল্পনা করলেও তা সম্ভব হবে না। মূল্যস্ফীতি

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বরাদ্দ বাড়াতে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বেড়ে যাবে। বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়েছে। কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ না হলে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। প্রকৃত অর্থনীতি কাজ করছে না। এদিকে সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করেনি। মানবসম্পদে বরাদ্দ না বাড়িয়ে পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্পে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এতে দেশ যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড পেত তা পাবে না। কিন্তু সরকার জনতুষ্টির জন্য স্বৈরশাসক বা সেনাশাসকদের মতো বড় বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। যাদের জীবনমান উন্নয়নের দায়িত্ব, সেদিকে সরকারের খেয়াল নেই।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকারের মনোযোগের অভাব রয়েছে। সরকার পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো অগ্রাধিকার প্রকল্পে অনেক বরাদ্দ দিচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তা পর্যাপ্ত নয়। প্রস্তাবিত বাজেটে রেল ও স্বাস্থ্য খাতে সমান বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রেলের বিকল্প সড়ক ও নৌপথ আছে। কিন্তু ১৬ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিকল্প নেই। ১৫ শতাংশ ভ্যাটকে অতিরিক্ত মনে করেন এনবিআরের সাবেক এই চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ব্যবসার সব পর্যায়ে ভ্যাট হিসাব করার ব্যবস্থা নেই। রশিদ ব্যবস্থাও নেই। ফলে সব পর্যায়ে এই একক ভ্যাট হার প্রয়োগ সহজসাধ্য নয়। ব্যাংক হিসাবেও কোনো ধরনের আবগারি শুল্ক থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, সরকার বিদেশ থেকে ঋণ করে অনেক বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আবার সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট, বায়ার্স ক্রেডিট আসছে। রফতানি আয়ে আগের মতো প্রবৃদ্ধি নেই। রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। এর ফলে আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সংকটে পড়বে। এ ছাড়া জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় বিদেশ নির্ভরতা বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে তিনি সরকারকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনীতির জন্য সমস্যা উল্লেখ করে এসব ব্যাংক বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বাজেট প্রণয়নে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি মন্ত্রী, এমপি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা নেই, যা বাজেটের অন্যতম দুর্বলতা।

সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান কর্মসংস্থানের জন্য নীতিমালা করার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ছে না। একই সঙ্গে তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ও খরচ কমানোর প্রস্তাব করেন।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, সেখানে বেসরকারি খাতের যতটা অবদান থাকার দরকার তা নেই। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ স্থবির থাকায় প্রবৃদ্ধিতে অবদান বাড়ছে না। সরকারি বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। এ অবস্থাকে তিনি এক ইঞ্জিনের বিমানের সঙ্গে তুলনা করেন। একই সঙ্গে প্রবৃদ্ধিকে কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি হিসেবে উল্লেখ করেন।

সুজনের নির্বাহী পরিচালক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে তরুণদের ঠিকমতো গড়ে তোলা গেলে আরও বেশি কর্মসংস্থান হতো। উৎপাদন বাড়তো। কিন্তু সরকার সেদিকে যাচ্ছে না। গণতন্ত্র, সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণেও বাজেটে উদ্যোগ নেই।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য ভ্যাট দরকার। তবে গণতন্ত্র ও সুশাসন না থাকলে কিছুই হবে না। তিনি বিড়ি, সিগারেটের দম বাড়ানোর প্রস্তাব করেন।

এ ধরনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০০১ থেকে ২০০৬ মেয়াদের বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সময়কার বাজেট ও অগ্রগতি এবং বর্তমান সরকারের গত ৯ বছরের বাজেট ও উন্নয়ন বিষয়ে তুলনামূলক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বেসরকারি বিনিয়োগ মোটেই কমেনি। প্রতি বছরই কিছু না কিছু বেড়েছে। সরকার রফতানি আয় বাড়াতে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি অন্যান্য রফতানি পণ্যে প্রণোদনা দিচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মানুষের সরকার। এমন কোনো পদক্ষেপ সরকার নেবে না, যেটা জনগণের সমস্যা হয়। বাজেটকে বাস্তবায়নযোগ্য করে, সব ধরনের অসঙ্গতি দূর করে পাস করা হবে।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান আকবর আলি খানের বক্তব্যের পাল্টা বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, বাজেট এখন সাধারণ মানুষও বোঝে। চায়ের দোকানে বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়। বর্তমান সরকার মানুষের কথা শোনে ও প্রয়োজনে পরামর্শ নিয়ে বাস্তবায়ন করে।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বলেন, রাজস্ব আয় বেড়েছে। বেড়েছে বাজেটের বাস্তবায়ন। পর্যাপ্ত জ্বালানি না থাকায় বেসরকারি বিনিয়োগে কিছুটা ধীরগতি আছে। তবে শিগগিরই তা দূর হয়ে যাবে। তিনিও মনে করেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কম। তিনি বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজিবিষয়ক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, এনবিআরের সদস্য ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।